মুন্সিগঞ্জ জেলায় "ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান" সম্পর্কিত কর্মশালার প্রতিবেদন

তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রিস্টাব্দ

সার্বিক তত্ত্বাবধান : মুর্শিদা বেগম, সিস্টেম এনালিস্ট, সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম, উশিব্যু

র‍্যাপোটিয়ার : ফরিদা ইয়াসমিন, লাইব্রেরিয়ান, উশিব্যু।

মুন্সিগঞ্জ জেলায় 'ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান .সম্পর্কিত কর্মশালার প্রতিবেদন

ভূমিকা:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণয়নকৃত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১.১.১ অনুচ্ছেদে সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নূন্যতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে এবং এর জন্য নম্বর ও সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। সে প্রেক্ষিতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় ১০টি শিখন কেন্দ্র ডিজিটাল পাঠদান পদ্ধতি চালু করার নিমিত্তে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ পিটিআইতে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মু. নুরুজ্জামান শরীফ এনডিসি মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও পিটিআই সুপার, সভাপতিত্ব করেন জনাব মুর্শিদা বেগম, কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ইনোভেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ। অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচিত ১০টি শিখন কেন্দ্রের ১০ জন শিক্ষক (ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য নির্ধারিত), ৩ জন সুপারভাইজার এবং ২য় শ্রেণির বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের ২ জন করে শিক্ষক আলাদাভাবে ৩টি বিষয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান পদ্ধতি কর্মশালায় উপস্থাপন করেন।

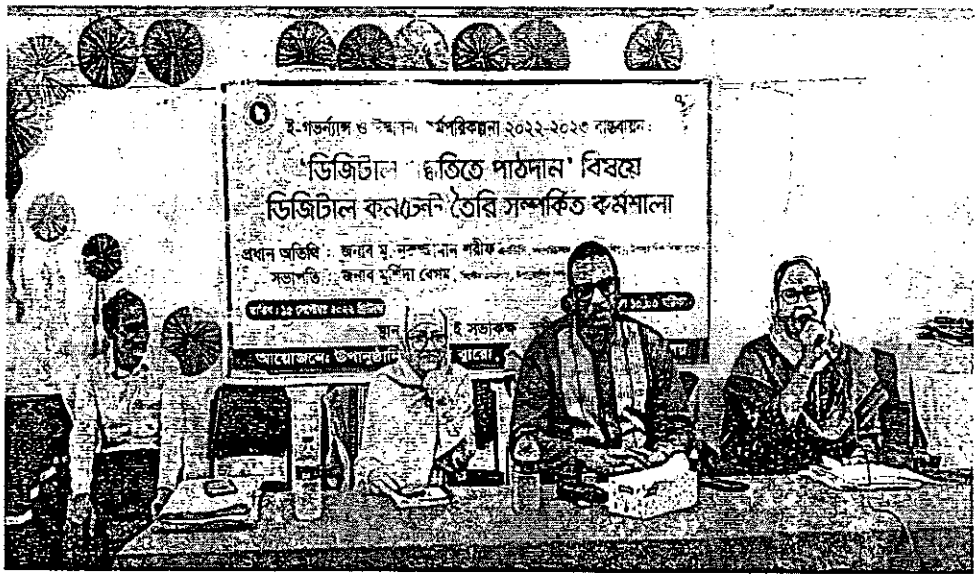

প্রধান অতিথির বক্তব্য

জনাব মু. নুরুজ্জামান শরীফ এনডিসি মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। মহাপরিচালক ডিজিটাল পাঠদান পদ্ধতি উপস্থাপন দেখে অভিভূত হন। তিনি তার ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করে বলেন আমাদের সময়কালে আধুনিক কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্লাস পরিচালনা করা হতো না। বর্তমানে অনেক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্লাস পরিচালনা করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়। বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করেছেন। এতে শিক্ষার ব্যাপক মান উন্নয়ন ঘটেছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা প্রদানের অগ্রগতি ঘটেছে। অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি ঘটবে এবং দেশ এগিয়ে যাবে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠদান ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাঠদানের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়াস হিসেবে আজকের এ কর্মশালার আয়োজন। আশা করি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হলে ঝরে পড়ার হার কমে যাবে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি হবে এবং শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

মুন্সিগঞ্জ জেলার পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট জনাব দিল আফরোজ খানম বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি তাঁর পিটিআইতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন প্রক্রিয়াসমূহ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের আনন্দ-দায়ক করার জন্য ১ম শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত বইগুলি ডিজিটাল করা হয়েছে। শিক্ষকদেরকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান প্রক্রিয়া শিখানো হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান করে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেড়েছে। ঝরে পড়ার হার কমে গেছে। এই কর্মশালা মুন্সিগঞ্জ জেলায় আয়োজন করায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির বক্তব্য

সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মুর্শিদা বেগম, সিস্টেম এনালিস্ট, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। তিনি এই কর্মশালা আয়োজনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের বিষয় নির্ধারিত আছে। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আজকের এ কর্মশালার আয়োজন। এ বৎসর আমাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে শিখন কেন্দ্রে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান। মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় ১০টি শিখন কেন্দ্রে এ উদ্ভাবনীটি পাইলট আকারে বাস্তবায়ন করা হবে। পাইলটিং সফল হলে পরবর্তীতে সারা দেশে রেপলিকেশন হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলার সহকারী পরিচালক এবং লীড এনজিওকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে। পিটিআই এর ৩জন শিক্ষককে সুন্দর সাবলীল উপস্থাপন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

কর্মশালায় ডিজিটাল পাঠ-দান সম্পর্কিত উপস্থাপনাসমূহ

২য় শ্রেণির ইংরেজি পাঠ ৪৯ পৃষ্ঠার Animal & Where they live, বিষয়টি উপস্থাপন করেন। অরুণা পাল উর্মি উপস্থাপনকালে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করেনঃ

১। শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়

২। নাম ধরে সম্মোধন

৩। প্রাণির ছবি উপস্থাপন

৪। প্রাণির নাম জানানো

৫। প্রাণি কোথায় বাস করে জানা

৬। প্রাণির বাসস্থানের জায়গার নাম জানা

৭। উচ্চারণ শিখানো

৮। ক্রস ম্যাচিং শিখানো

৯। সফলতার জন্য ধন্যবাদ জানানো।

উপস্থাপনাটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়েছে।

২য় শ্রেণির বাংলা বিষয় উপস্থাপন

শিক্ষিকা রুনা পারভীন পৃষ্ঠা-২৮ নানা রংঙের ফুল –ফল।

শিক্ষিকা বাস্তব ফুল –ফল ও ডিজিটাল ফুল-ফল-সম্মিলিতভাবে উপস্থাপন করে বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে পাঠটি উপস্থাপন করেন।

১। শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়

২। নাম ধরে সম্মোধন

৩। ফুল ও ফলের ছবি উপস্থাপন

৪। ফুল ও ফলের নাম জানানো

৫। ফুলের রং চিহ্নিত করা এবং ঘ্রাণ গ্রহণ

৬। বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন স্বাদ সম্পর্কে জানা

৭। উচ্চারণ শিখানো

৮। ক্রসম্যাচিং শিখানো

৯। সফলতার জন্য ধন্যবাদ জানানো।

২য় শ্রেণির গণিত বিষয় উপস্থাপন

২য় শ্রেণির গণিত বিষয় উপস্থাপন করেন শিক্ষিকা রীনা আক্তার, যোগ ও গুণ এর ধারণা কাঠি দিয়ে শিখন (বাস্তব-বস্তু) এবং ডিজিটাল ছবি দিয়ে পাঠটি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যোগের সংক্ষিপ্তরূপ হচ্ছে গুণ। তিনি পাঠ উপস্থাপন কালে নিম্নোক্ত ধাপ অনুসরণ করে পাঠ উপস্থাপন করেন।

১। শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়

২। নাম ধরে সম্মোধন

৩। যোগের ধারণা কাঠি দিয়ে উপস্থাপন

৪। গুণের ধারণা চিহ্ন (X) দিয়ে উপস্থাপন

৫। যোগ ও গুণকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করে উপস্থাপন

৬। উচ্চারণ শিখানো

৭। ক্রস ম্যাচিং শিখানো

৮। সফলতার জন্য ধন্যবাদ জানানো।

সুপারিশঃ

১। পিটিআই এর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে NCTB এর কারিকুলাম অনুযায়ী ০১ (এক) বৎসর মেয়াদী কিন্তু উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কারিকুলাম (এক্সিলারেটেড মডেল) NCTB এর কারিকুলামকে ০৬ (ছয়) মাস করা হয়েছে। কাজেই এটিকে সংক্ষিপ্ত (Condensed) করে ০৬ (ছয়) মাসে আনতে হবে।

২। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সহকারী পরিচালক ও লীড এনজিও এ বিষয়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩। ১০টি কেন্দ্রের জন্য ১০টি ল্যাপটপ এবং ১০টি মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর (২টি লীড এনজিও ও ৮টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো) এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। ১০টি শিখনকেন্দ্রে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা করতে হবে।